কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২৪ নভেম্বর, ২০১৫ ০১:১৭

উদ্ভাবন

বিনা এবার আনল 'আয়রন ধান'

ময়মনসিংহের বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবিত আয়রন ধানের শেরপুরের নালিতাবাড়ীর গবেষণা মাঠে উদ্ভাবক কৃষিবিজ্ঞানী ড. আবুল কালাম আজাদ। ছবি : জাহাঙ্গীর কবির জুয়েল

জিংকসমৃদ্ধ ধানের পর এবার আসছে 'আয়রন ধান'। বিনাধান-১৯ নামের এ ধানের জাতটি উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)। এটি দেশে প্রচলিত ধানের জাতগুলো থেকে ৬-৩০ গুণ বেশি আয়রনসমৃদ্ধ। শেরপুরে এবারের আমন মৌসুমে আয়রনসমৃদ্ধ বিনাধান-১৯ পরীক্ষামূলক গবেষণা প্লটে আবাদ করে একরপ্রতি ফলন মিলেছে ৫৫ মণ। বিনাধান-১৯ অনেকটা সরু ও লম্বা। চাল বেশ পুষ্ট ও লালচে। আমন মৌসুমে প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাতের তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, একসঙ্গে লাগানো হলেও ব্রি ধান-৪৯ জাতের চেয়ে কমপক্ষে ১০ দিন আগে বিনাধান-১৯ ঘরে তোলা গেছে।

কৃষি বিজ্ঞানীদের মধ্যে আয়রনসমৃদ্ধ বিনাধান-১৯ নতুন আশার সঞ্চার করেছে। তাঁরা বলছেন, শেরপুর এবং আরো দুটি অঞ্চলে মাঠ গবেষণায় বিনাধান-১৯ ভালো ফলন মিলেছে। আমন মৌসুমে এ ধানটি একটি নতুন জাত হিসেবে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে পাঠানো হবে। আশা করা যায়, আগামী দিনে আয়রনসমৃদ্ধ বিনাধান-১৯ কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়তা পাবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, পৃথিবীর ৩০ শতাংশ মানুষ আয়রন ঘাটতিজনিত নানা জটিলতায় ভোগে। এর ফলে অন্তঃসত্ত্বা মা ও শিশুর মৃত্যু হার বেড়ে যায়। এ ছাড়া শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তা ছাড়া মানুষ অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হওয়াসহ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক আয়রনের চাহিদা ২৮ মিলিগ্রাম এবং ৫০ কেজি ওজনবিশিষ্ট অন্তঃসত্ত্বা মা ও দুগ্ধদানকারী নারীর দৈনিক চাহিদা ৩৫ মিলিগ্রাম। প্রচলিত ধানের জাতগুলোর ১০০ গ্রাম চালে আয়রন থাকে শূন্য দশমিক ১ মিলিগ্রাম থেকে শূন্য দশমিক ৫ মিলিগ্রাম। ফলে হিসাব করলে দেখা যায়, গড়ে একজন মানুষ ৪৫৩ দশমিক ৪৫ গ্রাম থেকে ২ দশমিক ২৭ মিলিগ্রাম আয়রন পেতে পারে, যা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু বিনাধান-১৯ থেকে আয়রন পাওয়া যাবে ১৪ দশমিক ০৬ মিলিগ্রাম।

শেরপুরের নালিতাবাড়ীর বিনা উপকেন্দ্রে এবার আমন মৌসুমে বিনাধান-১৯ পরীক্ষামূলক আবাদ করা হয়। কেন্দ্রের ভেতরের একটি প্লট ছাড়াও পাশে কৃষকের মাঠেও এটির আবাদ করা হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বিএডিসির কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত বীজ অনুমোদন সুপারিশসংক্রান্ত আঞ্চলিক কমিটি, জাত উদ্ভাবনকারী বিজ্ঞানী ও বিনার কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সম্প্রতি ওই ট্রায়াল প্লটগুলোর ধান কাটা হয়। এতে দেখা যায়, রোপণের মাত্র ১২৫ দিনে বিনাধান-১৯ জাতের ফলন মিলেছে শুকনা অবস্থায় একরপ্রতি ৫৫ মণ করে। এ ছাড়া ব্রি ধান ৪৯ জাতের চেয়ে প্রায় ১০ দিন আগে ধানটি পেকেছে।

জাত উদ্ভাবনকারী বিজ্ঞানী বিনার উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, বিনাধান-৭-এর সঙ্গে ভিয়েতনামের উচ্চ আয়রনসমৃদ্ধ ধানের সংকরায়ণ ঘটিয়ে প্রস্তাবিত বিনাধান-১৯ উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রতি ১০০ গ্রাম চালে ৩ দশমিক ১ মিলিগ্রাম আয়রন রয়েছে। আমন মৌসুমে হেক্টরপ্রতি পাঁচ টন থেকে সাড়ে পাঁচ টন এবং বোরো মৌসুমে হেক্টরপ্রতি সাত থেকে সাড়ে সাত টন করে ফলন হয়ে থাকে। তিনি বলেন, দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ আয়রন ঘাটতিজনিত রোগে ভোগে। বিনাধান-১৯-এর ভাত খেলে আয়রনের ঘাটতি পূরণ হবে। নালিতাবাড়ী বিনা উপকেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নাসরিন আক্তার জানান, বিনাধান-১৯ জাতটির জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন।

ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সহকারী পরিচালক নিরঞ্জন সরকার বলেন, খাবারের মাধ্যমেই যাতে আয়রনের ঘাটতি পূরণ হয় সে কারণেই আয়রনসমৃদ্ধ ধানে উদ্ভাবন করার চেষ্টা। দেশের সাতটি কৃষি অঞ্চলের মধ্যে ঢাকা অঞ্চলে আমন মৌসুমে বিনাধান-১৯ ফসলের মাঠপর্যায়ের অবস্থা বেশ ভালোই পাওয়া গেছে। আমরা আপাতত আমন মৌসুমে বিনাধান-১৯ 'রিলিজড ভ্যারাইটি' হিসেবে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সপ্যারিশ করব। তবে দেশের সাতটি কৃষি অঞ্চলের মধ্যে অন্তত

তিনটিতে ভালো ফলাফল পেতে হবে, তবেই নতুন জাত হিসেবে বিনাধান-১৯ অনুমোদন পাবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ সমীর কুমার সরকার বলেন, "আমরা দুটি এলাকায় 'অন স্টেশন অ্যান্ড ফিল্ড' (কেন্দ্র এবং মাঠ) মাঠ মূল্যায়ন করে বিনাধান-১৯ ভালো ফল পেয়েছি। এটা এখন জাতীয় বীজ বোর্ডে যাবে। সেখান থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে নতুন ভ্যারাইটি হিসেবে ছাড়পত্র পাবে।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
উপদেষ্টা সম্পাদক : অমিত হাবিব,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com